

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

209517 - যবে ব্যক্তরি ডানহাত প্লাস্টার করা তনি কিভাবে পবত্রিতা অর্জন করবনে ও নামায় আদায় করবনে?

প্রশ্ন

দ্বীনরে ফরয আমলগুলো যমেন- ওযু ও নামায় কভাবে পালন করা সম্ভবপর হব; যার ডান হাত ভাঙা ও প্লাস্টার করা?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যবে ব্যক্তরি তার ডান হাত নাড়াতে পারনে না ও ইবাদতরে জন্য ব্যবহার করতে পারনে না তার নমিনোকত শরয়া বিধিগুলো মনে চলতে সচেষ্ট থাকা আবশ্যকীয়:

এক: ডান হাত ভাঙার কারণে ওযু ও গোসলরে বিধান মওকুফ হবো না। কারণ তনি বাম হাত ব্যবহার করতে পারনে, পানি নয়োর ক্ষতেরে বাম হাতরে সহযোগিতা নতিে পারনে এবং পবত্রিতা অর্জনরে জন্য ধোয়া ফরয এমন অঙ্গ-প্রতঙ্গে পানি পৌঁছাতে পারনে। তনি ধীরস্থরিে পবত্রিতা অর্জনে সচেষ্ট থাকবনে; যাতে করে পরপূর্ণভাবে পবত্রিতা অর্জন নশ্চিত হতে পারনে।

দুই: ওযু বা গোসলরে ক্ষতেরে যখন প্লাস্টারকৃত ডান হাতরে পালা আসবে তখন আপনি শুধু সো হাতরে ওপর হালকাভাবে মাসহে করলেই চলবে; এতে প্লাস্টাররে কোন ক্ষতি হবে না। মাসহে শুধু একবার করাই যথেষ্ট; ধৌত করার মত একাধিক বার নয়। এভাবে, ইনশাআল্লাহ সঠিকভাবে পবত্রিতা অর্জিত হবে। তবে এ বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরী যবে, যদি ডান হাতরে আঙুলগুলো কথিবা কনুই প্লাস্টাররে বাইরে থাকে তাহলে সেগুলো অবশ্যই ধৌত করতে হবে। প্লাস্টাররে নীচে যবে অংশ ঢাকা পড়ে আছে শুধু সো অংশ ছাড়া অন্য কিছু মাসহে করা বধৈ হবে না।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

কখনও কখনও এমন হয় যবে, প্লাস্টার হাতরে তালুতে থাকে; আর আঙুলগুলো খোলা থাকে। সক্ষেতেরে আঙুলগুলো ধৌত করা ও প্লাস্টাররে ওপর মাসহে করা আবশ্যকীয়। অনুরূপভাবে পায়রে ক্ষতেরে পায়রে আঙুলগুলো খোলা থাকতে পারে, সক্ষেতেরে আপনি আঙুলগুলো ধৌত করুন এবং প্লাস্টাররে ওপর মাসহে করুন। [আল-লকি আস-শাহরি, শামলো (২৭/৬১)]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালাহ

ইতপূর্ববে 69796 নং, 148062 নং ও 163853 নং প্রশ্নোত্তরে প্লাস্টারের হুকুম বসিতারতিভাবে আলোচনা হয়েছে।

তনি: নামাযে ডান হাতের কর্ণ নমিনোক্‌ত বসিয়েরে মধ্যযে সীমাবদ্ধ:

১. চারবার তাকবীর দয়োর সময় হাত উত্তোলন করা (তাকবীরে তাহরীমা, রুকুতে যাওয়া, রুকু থেকে দাঁড়ানো ও মধ্যবর্তী বঠৈক থেকে উঠার সময়)।

২. দাঁড়ানো অবস্থায় বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা।

৩. সজেদাতে যাওয়ার সময় ভর করা।

৪. বসা অবস্থায় উরুর উপর রাখা।

৫. তাশাহুদ পড়াকালে তরজনী আঙুল দিয়ে ইশারা করা।

এ স্থানগুলিতে আপনি সক্ষম হলে প্লাস্টারকৃত ডান হাত নাড়াবেন এবং এ আমলগুলো আদায় করবেন; আর এটাই হচ্ছে উত্তম। যদি পরপূর্ণভাবে নাড়তে সক্ষম না হন তাহলে যতটুকু নাড়তে পারেন ততটুকু করবেন। যদি আপনি একবোরে অক্ষম হন তাতেও কোন অসুবিধা নেই। এ আমলগুলো আপনি শুধু বাম হাত দিয়ে পালন করবেন; শুধু তাশাহুদের ইশারাটা ব্যতীত। কারণ এ ইশারা কেবল ডান হাতেই করতে হয়।

পূর্ববোক্ত আলোচনার সপক্ষে শরয়ী দলিল হচ্ছে—ফকাহশাস্ত্রের দুটো সাধারণ নীতি; যে নীতিবয়রে পক্ষে কুরআন ও সহহি সুন্নাহর দশ দশ দলিলেরে সাক্ষ্য রয়েছে।

প্রথম নীতিটি হচ্ছে: المشقة تجلب التيسير (কাঠনিয় সহজায়ন আনতে)। এর সপক্ষে দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ (আল্লাহ্‌ কারো উপর এমন কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না যা তার সাধ্যাতীত)[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৮৬]

দ্বিতীয় নীতিটি হচ্ছে- الميسور لا يسقط بالمعسور (কষ্টসাধ্য সহজসাধ্যকে মওকুফ করে না)। এর দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (অনুবাদ: তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর)[সূরা তাগাবুন, আয়াত: ১৬] এটি একটি মহান নীতি। এ নীতি সম্পর্কে আলমেগণ বলেন: "এটি এত ব্যাপক একটি নীতি; যতদনি শরয়িতরে মটৌলকি বধিানগুলো কায়মে থাকবে ততদনি এটি ভুলে যাওয়া যাবে না"[সূয়ুতী-এর 'আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়েরে' (পৃষ্ঠা-২৯৩)]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

"নরিদশেতি আমলগুলো সাধ্য ও সক্ষমতার শর্তযুক্ত—এর উদাহরণ শরিয়তে ভরপুর। যমেনটিনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমরান বনি হুসাইন (রাঃ) কে বলেন: তুমি দাঁড়িয়ে নামায আদায় কর, যদি তা না পার তাহলে বসে বসে আদায় কর, যদি সটোও না পার তাহলে শুয়ে শুয়ে আদায় কর।"[সহিহ বুখারী (১১১৭)]

মুসলমানগণ এ মর্মে একমত যে, নামাযী যদি নামাযেরে কিছু ওয়াজবি পালনে অক্ষম হন; যমেন- দাঁড়ানো, ক্বরীত পড়া, রুকু করা, সজিদা করা, সতর ঢাকা, কবিলামুখী হওয়া কথিবা অন্য কোন ওয়াজবি—তাহলে সে যা পালন করত অক্ষম সটো তার উপর থেকে মওকুফ হবে। তার উপর সটো পালন করা ওয়াজবি যটো পালন করার সৎ দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সটো পালন করার সাধ্য তার রয়েছে। বরং জনে রাখা উচতি যে, শরয়ি নরিদশে ও নষিধেরে ক্ষতেরে সামর্থ্য থাকার যে শর্ত রয়েছে সে ক্ষতেরে শরয়িতপ্রণতো ক্ষতসিমতে সামর্থ্য থাকাকবে বুঝাননি। বরং বান্দার যদি আমল করার সক্ষমতা থাকে; কনিতু এতে তার কিছু ক্ষতি সাধতি হয়; এমন সক্ষমতাকে শরয়িতেরে অনকে আমলেরে ক্ষতেরে অক্ষমতা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে; উদাহরণতঃ—পানি দিয়ে পবতিরতা অর্জন করা, রোগে নিয়ে রোযা রাখা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়া ইত্যাদি। সটো আল্লাহ তাআলার এ বাণী বাস্তবায়নার্থে: "আল্লাহ্ তোমাদেরে জন্য সহজ করতে চান; তিনি তোমাদেরে জন্য কঠিনি করতে চান না" এবং তাঁর এ বাণীর বাস্তবায়নার্থে: "দ্বীন ক্ষতেরে তিনি তোমাদেরে ওপর কাঠনিয় আরোপ করেননি"। এবং তাঁর এ বাণীরও বাস্তবায়নার্থে: "আল্লাহ্ তোমাদেরে ওপর কাঠনিয় আরোপ করতে চান না"। এবং সহিহ বুখারীতে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যে, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "তোমরা সহজকারীরূপে প্রেরতি হচ্ছে; কাঠনিয় আরোপকারী হিসেবে নয়।"[মাজমুউল ফাতাওয়া (৮/৪৩৮-৪৩৯)]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।